যুগান্তর

তারিখ ... 6 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৭ ......

নতুন কোন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ : আগামী ৬ মাসে অনুমোদন পাবে না

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ৬ মাস পর্যন্ত দেশে নতুন কোন বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হবে না। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্যা চিহ্নিতকরণে খুব শিগগিরই দেশের ৫৫টি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ সরেজমিন পরিদর্শন শুরু হচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)সহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের 'নিড বেইজড স্টাডি কমিটি'। কমিটির সদস্যরা বিগত কয়েক বছরে স্থাপিত সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ সরেজমিন ঘুরে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ প্রতিবেদন তৈরি করবে। তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ছয় মাস পর নতুন করে মেডিকেল ও

অনুমোদন : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

অনুমোদন : পাবে না

(৩ পৃষ্ঠার পর)

ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আফম রুহুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন না দেয়া হলেও বৈঠকে বেশ কিছু মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) তে বিএসসি কোর্স খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে সরকারি জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো ক্রিটিক্যাল কেয়ার নামে স্নাতকোত্তর বিশেষায়িত কোর্স খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। এখন থেকে এ কোর্সে প্রতি ব্যাচে ১০জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। ইতিপূর্বে বেসরকারি পর্যায়ে বারডেম হাসপাতালে এ কোর্স চালু হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগে এমফিল কোর্সে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। আগে ৪টি আসন থাকলেও এখন তা ১০টিতে বৃদ্ধি করা হয়। জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে এতদিন কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি কোর্স চললেও অনুমোদন ছিল না। বুধবারের বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়। রাজধানীর মহাখালীর ঢাকা আইএইচটিতে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগে বিএসসি কোর্স খোলারও অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া রংপুরে ৬টি নতুন আইএইচটি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, বৈঠকে বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠা মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেশি না কম এ নিয়ে আলোচনা উঠলে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত আসে। বৈঠকে উপস্থিত বিএমএ মহাসচিব অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন দেয়ার আগে ইতিপূর্বে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার সামগ্রিক মান বাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তাদের যুক্তি ৪৩টি মেডিকেল ও ১২টি ডেন্টাল কলেজ গড়ে উঠলেও অধিকাংশগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নেই। ফলে শিক্ষার মান বাড়ছে না বরং কমছে। তাই কলেজগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই তাৎক্ষণিকভাবে নিড বেইজড স্টাডি গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ৩ হাজার ও ডেন্টালে ৭৭'। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, এ পর্যন্ত যেসব মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ অনুমোদন পেয়েছে সেগুলো প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণ করেই গঠিত হয়েছে। তারা জানান, ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে ৫৫টি প্রতিষ্ঠান মোটেই বেশি নয়। এখনও গ্রামের মানুষ সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তার হাতের কাছে পায় না।